প্রশ্ন 3 দেকার্তের দেহ ও মন সম্পর্কিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বা মিথস্ক্রিয়াবাদ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর

রচনাধর্মী 5 নং প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো।

বিভাগ গ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2

1 দেকার্ত প্রচারিত দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদটির নাম কী? তিনি কোন্ গ্রন্থে ওই মতবাদ প্রচার করেছেন?

উত্তর ▸ দেকার্ত প্রচারিত দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদটির নাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বা মিথস্ক্রিয়াবাদ।

▸ দেকার্ত তাঁর 'Meditations on First Philosophy' গ্রন্থে এই মতবাদ প্রচার করেন।

2 **দোকার্তের সংশয়কে কেন পদ্ধতিগত সংশয় বলা হয়?**

উত্তর ▸ দেকার্ত সংশয়কে নিঃসন্দিগ্ধ সত্য আবিষ্কারের পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন বলে দেকার্তের সংশয়কে পদ্ধতিগত বা প্রণালীলব্ধ সংশয় বলা হয়।

3 **সংশয়বাদ কী?**

উত্তর ▸ সংশয়বাদ হল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এমন এক আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক মতবাদ যা সত্তার অস্তিত্বে সংশয় করে, জ্ঞানের বচনের সত্যতার সংশয় করে, জ্ঞাতার জ্ঞানলাভের ক্ষমতার সংশয় করে, জ্ঞানের মানদণ্ডে সংশয় করে।

4 **দেকার্ত লিখিত একটি গ্রন্থের নাম লেখো যেখানে দেকার্ত 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—এই মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন? দেকার্ত কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—এই নিঃসন্দিগ্ধ সত্যটি আবিষ্কার করেছেন?**

উত্তর ▸ দেকার্ত তাঁর 'Meditation on First Philosophy' গ্রন্থে 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—এই মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন।

▸ দেকার্ত সংশয়মূলক দার্শনিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সাহায্যে 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—এই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য আবিষ্কার করেছেন।

5 **গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতি কী?**

উত্তর ▸ গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে স্বতঃসিদ্ধ সত্য থেকে যৌক্তিক অবরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করা হয়।

6 **কাকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলা হয় এবং কেন?**

উত্তর ▸ রেনে দেকার্তকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলা হয়। তিনি সংশয়মূলক দার্শনিক পদ্ধতির দ্বারা সবরকম পূর্ব সংস্কার, মতবাদ, স্বীকার্য সত্য বর্জন করেছিলেন এবং গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে, নিজস্ব বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির সাহায্যে সুনিশ্চিত দার্শনিক সত্য জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই দেকার্তকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলা হয়।

7 কার্তেজীয় সংশয় পদ্ধতি কী?

উত্তর ▶ দেকার্তের সংশয় পদ্ধতি হল একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ নিঃসন্দিগ্ধ সত্য আবিষ্কারের পদ্ধতি, যার সাহায্যে যা কিছু নিয়ে সংশয় করা সম্ভব তা মিথ্যা বলে বর্জন করতে হবে এবং যাকে সংশয় করলে স্ববিরোধ দেখা দেবে, সংশয়ই তার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করবে।

8 দেকার্তের সংশয়কে প্রারম্ভিক সংশয়বাদ বলা হয় কেন?

উত্তর ▶ দেকার্ত তাঁর সংশয়মূলক দার্শনিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সাহায্যে 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—এই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য আবিষ্কার করেন। তিনি সংশয়ের মাধ্যমে দার্শনিক অনুসন্ধান শুরু করলেও পরিণামে নিঃসন্দিগ্ধ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই দেকার্তের সংশয় প্রারম্ভিক সংশয়বাদ।

9 দেকার্তের সংশয়বাদকে কি সার্বিক বা চরম সংশয়বাদ বলা যায়?

উত্তর ▶ যে সংশয়বাদ সব কিছুকে সংশয় করে, নিঃসন্দিগ্ধ সত্যকে অস্বীকার করে সেই সংশয়বাদকে বলা হয় সার্বিক বা চরম সংশয়বাদ। কিন্তু দেকার্ত প্রথমে সব কিছুকে সংশয় করলেও, সংশয় পদ্ধতির সাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠার সাহায্যে সব কিছুর সত্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই দেকার্তের সংশয়বাদকে সার্বিক সংশয়বাদ বলা যায় না।

10 দেকার্তের মতে কাকে সংশয় করা সম্ভব নয় এবং কেন?

উত্তর ▶ দেকার্তের মতে সব কিছুকে সংশয় করা সম্ভব হলেও সংশয় ক্রিয়াকে সংশয় করা সম্ভব নয়। কেন-না সংশয় ক্রিয়াকে সংশয় করলে যৌক্তিক স্ববিরোধ দেখা দেবে।

11 দেকার্ত প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগৎকে কীভাবে সংশয় করেছেন?

উত্তর ▶ দেকার্ত বলেন জাগতিক ঘটনা যেমন—'আগুন দাহ করে' বাক্যটিকে সংশয় করলে যৌক্তিক স্ববিরোধ ঘটে না। স্বপ্নকে বাস্তব, আবার বাস্তবকে স্বপ্ন বলে ভাবলে কোনো যৌক্তিক স্ববিরোধ ঘটে না। এইভাবে দেকার্ত প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগৎকে সংশয় করেছেন।

12 দেকার্ত বুদ্ধিগম্য জগৎ ও গাণিতিক বাক্যকে কীভাবে সংশয় করেছেন?

উত্তর ▶ দেকার্ত বলেন বুদ্ধিগম্য জগৎ ও গাণিতিক বাক্যকে কৃত্রিমভাবে সংশয় করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক দুষ্ট প্রতারক শয়তানের কল্পনা করেছেন যার ছলনায় তিনি সব কিছুকে মিথ্যা ভাবতে পারেন।

13 দেকার্তের মতে সংশয় পদ্ধতিতে মিথ্যার মানদণ্ড কী?

উত্তর ▶ দেকার্তের মতে সংশয় পদ্ধতিতে যে সকল বিষয়ে বা বচনের সত্যতায় বিন্দুমাত্র সংশয় করা সম্ভব তা হবে মিথ্যা।

14 দেকার্তের মতে সংশয় পদ্ধতির নিঃসন্দিগ্ধ সত্য নির্ণয়ের মানদণ্ড কী?

উত্তর ▶ দেকার্তের মতে সংশয় পদ্ধতিতে যে জ্ঞান বা বচনের সত্যতায় সংশয় করলে যৌক্তিক স্ববিরোধ ($p \cdot \sim p$) দেখা দেবে, সংশয়ই তার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করবে তা হবে নিঃসন্দিগ্ধ সত্য।

15 কোনো কোনো দার্শনিক 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি' বাক্যটিকে কেন ন্যায় অনুমান বলেছেন?

উত্তর ▶ 'আমি চিন্তা করি এবং আমি আছি'—একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায়, যার প্রধান আশ্রয়বাক্য উহ্য আছে। প্রধান আশ্রয়বাক্যকে ব্যক্ত করে ন্যায়ের পূর্ণরূপটি হবে—

A — সকল $\frac{\text{চিন্তনশীল সত্তা}}{M}$ হয় $\frac{\text{অস্তিত্বশীল সত্তা}}{P}$ ।

A — $\frac{\text{আমি}}{S}$ হই $\frac{\text{চিন্তনশীল সত্তা}}{M}$ ।

∴ A — $\frac{\text{আমি}}{S}$ হই $\frac{\text{অস্তিত্বশীল সত্তা}}{P}$ ।

ন্যায়টি বৈধ। প্রথম সংস্থানে BARBARA মূর্তি।

16 দেকার্ত কেন 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—বাক্যটি কে অনুমান বলেননি?

উত্তর ▶ দেকার্ত তাঁর 'Discourse' গ্রন্থে বলেছেন তাঁর মূল সূত্রটি কখনোই সংক্ষিপ্ত ন্যায় নয়। কেন-না মূল সূত্রটি নিত্য সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কেন-না চিন্তার বাইরে এর কোনো মূল্য নেই। নিত্য সত্য বলে এর সত্যতা অনুমানের ওপর নির্ভর করে না।

17 এয়ার কেন 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—এই বাক্যটিকে অদ্ভুত বলেছেন?

উত্তর ▶ এয়ার বলেন দেকার্তের সূত্রটি বিশ্লেষক নয়। কেন-না বাক্যটিকে অস্বীকার করলে যৌক্তিক স্ববিরোধ ($p \cdot \sim p$) হয় না, আবার বাক্যটি সংশ্লেষক নয়, কেন-না 'অস্তিত্ব' কখনও বিধেয় হতে পারে না। তাই বাক্যটি বিশ্লেষকও নয়, সংশ্লেষকও নয়, তাই বাক্যটি অদ্ভুত।

18 'আমি চিন্তা করি সুতারং আমি আছি'—এই মূল সূত্রে ক-টি বচন আছে?

উত্তর ▶ আপাতদৃষ্টিতে এই মূল সূত্রে দুটি বচন আছে বলে মনে হয় যেমন—[1] আমি চিন্তা করি, [2] আমি আছি।

কিন্তু দেকার্তের মতে সূত্রটিতে দুটি বাক্য থাকলেও বচন একটি। কেন-না একই বচনকে দুইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ 'আমি চিন্তা করি' বলার মধ্যেই আমার অস্তিত্ব রয়েছে।

19 দেকার্তের মতে 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—এখানে দুটি বাক্যের মধ্যে সম্বন্ধ কীরূপ?

উত্তর ▶ দেকার্তের মতে তাঁর মূল সূত্রে 'আমি চিন্তা করি' এবং 'আমি আছি'—এই দুই বাক্যের মধ্যে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ নেই। এই সম্বন্ধ হল উৎপাদন ও উৎপাদিতের সম্বন্ধ।

20 ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বা মিথস্ক্রিয়াবাদ কাকে বলে?

উত্তর ▶ যে মতবাদ অনুসারে দেহ ও মন পরস্পরবিরুদ্ধ দ্রব্য হলেও একে অপরের উপর মস্তিষ্কের পিনিয়েল গ্রন্থির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কার্যকারণরূপে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে সেই মতবাদকে বলা হয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বা মিথস্ক্রিয়াবাদ।

21 ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর ▶ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের মূল বক্তব্য হল—[1] দেকার্তের মতে দেহ ও মন পরস্পরবিরুদ্ধ দ্রব্য। [2] দেহ ও মন একে অপরের উপর কার্যকারণরূপে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। [3] মস্তিষ্কের পিনিয়েল গ্রন্থি দেহ ও মনের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে।

22 দেকার্তের দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বলা হয় কেন?

উত্তর ▶ দেকার্তের মতে দেহ ও মন পরস্পরবিরুদ্ধ দ্রব্য হলেও একে অপরের উপর কার্যকারণরূপে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। তাই দেকার্তের দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বলা হয়।

23 ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদকে স্পিনোজা কীরূপ সমালোচনা করেছেন?

উত্তর ▸ স্পিনোজা বলেন মস্তিষ্কের পিনিয়েল গ্রন্থি দেহেরই অংশ। তাই তার মাধ্যমে দৈহিক ঘটনা ও মানসিক ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতে পারে না।

24 অধ্যাপক কানিংহাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ করেছেন?

উত্তর ▸ কানিংহাম অভিযোগ করে বলেন যদি দেহ ও মন স্বরূপত ভিন্ন হয় তবে তাদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না, কার্যকারণ সম্পর্ক তো দূরের কথা। কেন-না কার্যকারণ একজাতীয় না হলে তাদের পক্ষে পরস্পরকে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়।

25 গিলবার্ট রাইল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে কীরূপ অভিযোগ করেছেন?

উত্তর ▸ গিলবার্ট রাইল অভিযোগ করেন মন দেহ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাই তারা একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না। দেকার্ত এই দুই ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করে ভুল করেছেন। তিনি এইপ্রকার ভুলকে ক্যাটিগোরি মিসটেক বা কার্তেজীয় কলঙ্ক বলেছেন।

26 দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়াকে যে আমরা কার্যকারণরূপে প্রত্যক্ষ করি তার ব্যাখ্যা স্পিনোজা কীভাবে দিয়েছেন?

উত্তর ▸ স্পিনোজা বলেন দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষ করি তা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। স্পিনোজার মতে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই।

27 দৈহিক পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তনের কারণ—এর সপক্ষে দুটি যুক্তি বা দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর ▸ দৈহিক পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তনের কারণ—এর সপক্ষে দুটি যুক্তি বা দৃষ্টান্ত হল—[1] মাথায় তীব্র আঘাত লাগলে (দৈহিক পরিবর্তন) চেতনা বিলুপ্ত হয় (মানসিক পরিবর্তন)। [2] দেহ ক্রমশ অসুস্থ হলে (দৈহিক পরিবর্তন) চিন্তাশক্তি ক্রমশ কমে যায় (মানসিক পরিবর্তন)।

28 মানসিক ঘটনা দৈহিক ঘটনার কারণ-এর সপক্ষে দুটি দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর ▸ মানসিক ঘটনা দৈহিক ঘটনার কারণ-এর সপক্ষে দুটি দৃষ্টান্ত হল—[1] রাগ, ভয় প্রভৃতি মানসিক আবেগ দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন ভয় পেলে পলায়ন করি। [2] ইচ্ছা দেহকে পরিচালিত করে। যেমন—আমার ইচ্ছা হল হাত তুললাম।

29 দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে সমস্যাটা কী?

উত্তর ▸ দেহ ও মন যদি পরস্পরবিরুদ্ধ দ্রব্য হয় তবে তাদের মধ্যে কীভাবে কার্যকারণরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্থাপিত হতে পারে? কেন-না কার্যকারণের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য ও পরিমাণগত সমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দেহ ও মনের মধ্যে এই সাদৃশ্য ও সমতা লক্ষ করা যায় না।

30 স্পিনোজার মতে দেহ ও মনের মধ্যে কীরূপ সম্পর্ক আছে?

উত্তর ▸ স্পিনোজার মতে দেহ ও মনের মধ্যে অর্থাৎ দৈহিক ঘটনা ও মানসিক ঘটনার মধ্যে কার্যকারণের সম্পর্ক নেই, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ নেই। আছে কেবল আনুরূপ্য সমান্তরাল সম্পর্ক।